আখেরাত সিরিজ-২
প্রতিদান দিবস পর্ব-১

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আখেরাত সিরিজ-১ এ আখেরাতের ৩২ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ টির প্রথমটি **يوم الدين** প্রতিদান/প্রতিফল দিবস আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু। **دين** অর্থ বিচারের দিন/প্রতিদান দিবস/প্রতিফল দিবস এবং ধর্ম/দীন/ জীবন বিধান/জীবন ব্যবস্থা এ দুই অর্থে পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। বিচারের দিন সংক্রান্ত ২০টি আয়াত পবিত্র কুরআন মাজীদে এসেছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ফাতিহা ১:৪

১. (তিনি আল্লাহ) বিচারের দিবসের মালিক।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾

আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, (সূরা ফাতিহা ১:৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হিজর ১৫:৩৪, ৩৫

২. (ইবলিস শয়তান যখন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে আদমকে সেজদা করল না) তখন আল্লাহ বলেছিলেন তুই এখন (জান্নাত) থেকে বেরিয়ে যা কারণ তুই অভিশপ্ত। প্রতিদান দিবস পর্যন্ত বর্ষিত হবে তোর উপর লানত (অভিশাপ)।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾

তিনি বলিলেন, তবে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি তো অভিশপ্ত; (সূরা আল হিজর ১৫:৩৪)

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾

এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি রহিল লা'নত। (সূরা আল হিজর ১৫:৩৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আন নুর ২৪:২৫**

৩. সেদিন আল্লাহ তাদের পুরোপুরি দেবেন তাদের সত্যিকার প্রতিফল এবং (তখন) তারা জানতে পারবে আল্লাহ প্রকৃত সত্য স্পষ্টভাষী।

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

সেই দিন আল্লাহ তাহাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। (সূরা আন নুর ২৪:২৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আশ শুআরা ২৬:৭৭ থেকে ৮৫**

৪. (হজরত ইব্রাহিম যখন তার দেশ ছেড়ে, তার কওম থেকে আলাদা হয়ে অন্য দেশে হিজরত করেছিলেন তার প্রাক্কালে বলেছিলেন, তোমরা যাদের উপাসনা করছো তারা আমার দুশমন এবং বলেছিলেন) তার (আল্লাহর) ব্যাপারে আমি আশা করি, তিনি আমার গুনাহ খাতা ক্ষমা করে দেবেন প্রতিদান দিবসে।

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

উহারা সকলেই আমার শত্রু, জগৎসমূহের প্রতিপালক ব্যাতিত; (সূরা আশ শুআরা ২৬:৭৭)

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা আশ শুআরা ২৬:৭৮)

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾

তিনিই আমাকে দান করে আহার্য ও পানীয়। (সূরা আশ শুআরা ২৬:৭৯)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠

এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন; (সূরা আশ শুআরা ২৬:৮০)

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ٨١

এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন। (সূরা আশ শুআরা ২৬:৮১)

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ٨٢

এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন। (সূরা আশ শুআরা ২৬:৮২)

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ٨٣

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল কর।
(সূরা আশ শুআরা ২৬:৮৩)

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ٨٣

আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর, (সূরা আশ শুআরা ২৬:৮৪)

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ٨٥

এবং আমার সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, (সূরা আশ শুআরা ২৬:৮৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> **<u>সূরা আস সাফফাত ৩৭:২০</u>**

৫. তারা (জাহান্নামীরা) আরো বলবে: হায় ধংস আমাদের, এটা তো প্রতিফল দিবস।

وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿٢٠﴾

এবং উহারা বলিবে, দুর্ভোগ আমাদের! ইহাই তো কর্মফল দিবস। (সূরা আস সাফফাত ৩৭:২০)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> **<u>সূরা আল যারিয়াত ৫১:৬</u>**

৬. প্রতিফল এবং প্রতিফল দিবস অবশ্যই সংঘটিত হবে।

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী। (সূরা আল জারিয়াত ৫১:৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> **<u>সূরা আল জারিয়াত ৫১:১২ থেকে ১৪</u>**

৭. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কবে আসবে প্রতিদান দিবস? সেদিন আসবে প্রতিদান দিবস, যেদিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে জাহান্নামে।

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾

উহারা জিজ্ঞাসা করে, কর্মফল দিবস কবে হইবে? (সূরা আল যারিয়াত ৫১:১২)

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾

বল, 'সেই দিন যখন উহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে অগ্নিতে.' (সূরা আল যারিয়াত ৫১:১৩)

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ۖ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾

'তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই তরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে। (সূরা আল যারিয়াত ৫১:১৪)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>   <u>সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫১ থেকে ৫৬</u>

৮. প্রতিদান দিবসে এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা! (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫১)

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾

তোমরা অবশ্যই অহার করিব যাক্কুম বৃক্ষ হইতে, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫২)

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾

এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে, (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫৩)

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

পরে তোমরা পান করিবে উহার উপর অতুষ্ণ পানি- (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝٥٥

আর পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫৫)

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝٥٦

কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদের আপ্যায়ন। (সূরা আল ওয়াকিয়া ৫৬:৫৬)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল ম'আরিজ ৭০:২২ থেকে ২৭</u>

৯. যারা (মুসল্লি, মোত্তাকী ও ঈমানদারগন) সত্য বলে স্বীকার করে প্রতিদান দিবসকে।

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۝٢٢

তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত, (সূরা আল ম'আরিজ ৭০:২২)

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝٢٣

যাহারা তাহাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত, (সূরা আল ম'আরিজ ৭০:২৩)

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝٢٤

আর যাঁহাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রহিয়াছে, (সূরা আল ম'আরিজ ৭০:২৪)

لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝٢٥

যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের, (সূরা আল ম'আরিজ ৭০:২৫)

وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ﴿٢٦﴾

এবং যাহারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলিয়া জানে। (সূরা আল ম'আরিজ ৭০:২৬)

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ﴿٢٧﴾

আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত। (সূরা আল ম'আরিজ ৭০:২৭)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>   <u>সূরা আল মুদ্দাস্সির ৭৪:৪১ থেকে ৪৭</u>

১০. এবং আমরা (অর্থাৎ অপরাধীরা) প্রত্যাখান করতাম প্রতিদান দিবসকে।

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ﴿٤١﴾

অপরাধীদের সম্পর্কে, (সূরা আল মুদ্দাস্সির ৭৪:৪১)

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾

তোমাদেরকে কিসের সাকার- এ নিক্ষেপ করিয়াছে? (সূরা আল মুদ্দাস্সির ৭৪:৪২)

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿٤٣﴾

উহারা বলিবে, আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, (সূরা আল মুদ্দাস্সির ৭৪:৪৩)

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ﴿٤٤﴾

আমরা অভাবগ্রস্থকে আহার্য দান করিতাম না, (সূরা আল মুদ্দাস্সির ৭৪:৪৪)

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝٤٥

এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সঙ্গে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতাম। (সূরা আল মুদ্দাস্সির ৭৪:৪৫)

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝٤٦

এবং আমরা প্রত্যাখ্যান করিতাম প্রতিদান দিবসকে। (সূরা আল মুদ্দাস্সির ৭৪:৪৬)

حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ۝٤٧

আমাদের কাছে একিন (মৃত্যু) আসিয়া পৌঁছা পর্যন্ত। (সূরা আল মুদ্দাস্সির ৭৪:৪৭)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আখেরাত অবশ্যৈই আসবে. আমাদের প্রতিদান দেয়া হবে ভালো ও মন্দ কাজের- জান্নাত অথবা জাহান্নাম. আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/